44

তারিখ ... AUG 1.8.1999 ...
পৃষ্ঠা ১ ... কলাম ৪ ...

কারমাইকেল কলেজ বন্ধ ঘোষণা

❑ ক্যাম্পাস শিবিরের নিয়ন্ত্রণে

রংপুর থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ কারমাইকেল বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ ক্যাম্পাস শিবিরের সশস্ত্র ক্যাডার বাহিনী দখল করে নিয়েছে। তারা কলেজে অন্য ছাত্র সংগঠন নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। সোমবার শিবিরের সশস্ত্র ক্যাডারদের হাতে কলেজ ক্যাম্পাসে অধ্যক্ষ আবদুল হাই চৌধুরী লাঞ্ছিত হয়েছেন। এ পরিস্থিতির মুখে কর্তৃপক্ষ সকল ছাত্রছাত্রীকে মঙ্গলবার হল ত্যাগের নির্দেশ দিয়েছেন।

কলেজ সূত্রে জানা গেছে, কারমাইকেল কলেজ ক্যাম্পাসে মুক্তিযুদ্ধের স্মারক ভাস্কর্য 'প্রজন্ম' দীর্ঘ ৮ বছর পর আবার কর্তৃপক্ষ নির্মাণের উদ্যোগ নেন। গত ৮ বছর ধরে শিবিরের বাধার মুখে নির্মাণকাজ করা সম্ভব হয়নি। গত ২৬শে জুলাই শিবিরের সশস্ত্র ক্যাডার বাহিনী ক্যাম্পাসে অস্ত্রের মুখে পুলিশকে জিম্মি করে গভীর রাতে প্রজন্মের নির্মাণাধীন বেদি অবকাঠামো ভেঙে দেয়।

এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে ক্যাম্পাসে উত্তেজনা বিরাজ করছে। এ ভাস্কর্য নির্মাণের জন্য বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন সন্ত্রাস ও সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী ছাত্রঐক্যের নামে ক্যাম্পাসে ও শহরে জনমত সৃষ্টির জন্য আন্দোলন কর্মসূচি অব্যাহত রেখেছে।

এ অবস্থার মধ্যে বৃহস্পতিবার ছাত্র শিবির সশস্ত্র মিছিল করার সময় নিজেদের বহন করা বোমা বিস্ফোরণে তাদের

ক্যাম্পাস ঃ পৃঃ ১১ কঃ ৩

ক্যাম্পাস ঃ শিবিরের দখলে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সংগঠনের ক'জন কর্মী ও পথচারী আহত হয়। এ ঘটনার পর শিবির ক্যাম্পাসে তাদের শক্তি বাড়ানোর জন্য কলেজের ওসমানী, সি.এম ও জি.এল ছাত্রাবাস নিজেদের দখলে নেয় এবং অস্ত্রসহ বিস্ফোরক দ্রব্যের মজুত গড়ে তোলে বলে বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে। এখন দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এবং রংপুরের বিভিন্ন মাদ্রাসা থেকে শিবিরের সশস্ত্র ক্যাডাররা ক্যাম্পাসে সমবেত হয়ে অবস্থান নিয়েছে। তারা অন্য ছাত্র সংগঠনের কার্যক্রম কলেজ ক্যাম্পাসে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। এ অবস্থার মধ্যে জাসদ ছাত্রলীগের ২ জন ছাত্রনেতা কনক ও হীরক সোমবার ক্যাম্পাসে গেলে শিবিরের ক্যাডার বাহিনী অস্ত্রের মুখে তাদের অপহরণ করার চেষ্টা করে।

এসময় অধ্যক্ষ ও অন্য শিক্ষকদের বাধার মুখে ২ ছাত্রনেতা রক্ষা পায়।

বিভিন্ন পরীক্ষার কারণে কলেজের ক্লাস ২ সপ্তাহ স্থগিত থাকার পর মঙ্গলবার শুরু হওয়ার কথা ছিল; কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে কর্তৃপক্ষ ক্লাস ১লা সেপ্টেম্বর পর্যন্ত স্থগিত করেছেন।

ছাত্র নেতৃবৃন্দ অভিযোগ করেছেন, দীর্ঘদিন থেকে স্থানীয় প্রশাসন ও কলেজ প্রশাসনকে বিভিন্ন ছাত্রাবাসে ছাত্র শিবিরের সশস্ত্র ক্যাডার বাহিনীর অস্ত্রশস্ত্র মজুত ও অবস্থান সম্পর্কে জানানোর পরও কোন কাজ হয়নি। তারা অবিলম্বে ছাত্রাবাসগুলো বহিরাগত সন্ত্রাসীমুক্ত করার দাবি জানিয়েছেন।